নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৭

ভূমিকাঃ

আমিষের উৎস, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা তথা সার্বিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশের মোট জিডিপি'র শতকরা ৩.৬১ ভাগ এবং মোট কৃষিজ জিডিপি'র শতকরা ২৪.৪১ ভাগ মৎস্যখাত হতে আসে। দেশের প্রায় ১.৮৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের জেলে সম্প্রদায় সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর সদস্য। মাছ ধরা ছাড়া তাদের জীবিকার বিকল্প কোনো উৎস নেই। এমনকি মাছ ধরার জাল ও নৌকা কেনার সামর্থ্যও অনেকের নেই। তারা অনেকটা দিনমজুর হিসেবে মহাজনের নৌকা ও জাল দিয়ে মাছ ধরে। যখন মাছ আহরণ বন্ধ থাকে তখন অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন কাটে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে মাছ ধরতে যেতে হয়। ফলশ্রুতিতে কখনও কখনও ঝড় বা দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারায়। মাছ ধরার জন্য তারা যে নৌযান ব্যবহার করে তাতে কোনো আধুনিক জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকে না। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাষও তারা ঠিক মতো পায় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কখনও ৭ দিন বা ১৫ দিনের জন্য পরিবার ছেড়ে মাছ ধরতে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার নৌকায় কখনও কখনও জলদস্যুরা আক্রমণ করে জেলেদের মেরে মাছ নিয়ে যায়। এছাড়াও অনেক জেলে মাছ ধরার সময় সাপের ছোবলে, কুমিরের কামড়ে এমনকি বাঘের কামড়েও মারা যায়। প্রকৃতপক্ষে, জেলে পরিবারগুলো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। জেলেরা যখন নদীতে মাছ ধরতে যায় তখন তার পরিবারের সদস্যরা কোনরকমে এক বেলা খেয়ে দিন কাটায় ও সঞ্চয় বলে কিছু থাকে না। যখন পরিবারের একমাত্র রোজগারকারী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন তখন তার পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত নিহত জেলে পরিবারকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেট হতে এ প্রণোদনা অব্যাহত রাখা ও প্রকৃত জেলে পরিবারকে অনুদান প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন।

২.০ শিরোনামঃ "নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞাঃ

(৩.১) "জেলে" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ডধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোন জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং নৌকা ব্যবহার করে সারা বছর অথবা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে;

(৩.২) "জলাশয়" অর্থ সরকারী মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়, যথা- সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওড়, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, দীঘি, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোন জলাশয়;

(৩.৩) "অনুদান" অর্থ নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে প্রদত্ত আর্থিক অথবা অন্য কোন সহায়তা;

(৩.৪) "আবেদনপত্র" অর্থ এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছকে দাখিলকৃত আবেদন;

(৩.৫) "সরকার" অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৩.৬) "পরিবার" অর্থ নিহত জেলের স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাঁর অবিবাহিত ছেলে মেয়ে;

(৩.৭) "স্থায়ীভাবে অক্ষম" অর্থ কোন জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, কুমিরের কামড় বা দুর্ঘটনার কারণে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে;

(৩.৮) "মেডিক্যাল বোর্ড" অর্থ এ নীতিমালায় সংযুক্ত ছকে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড বুঝাবে।

৪.০ নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ

জলাশয়ে মাছ ধরা অবস্থায় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদির কামড়ে নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে আর্থিক সহায়তা বা অন্যকোন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও জীবিকার ঝুঁকি প্রশমন করা।

৫.০ নীতিমালার প্রযোজ্যতাঃ

এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশে মৎস্য আহরণকালে নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৬.০ নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের সহায়তা প্রাপ্তির শর্তাবলী:

৬.১ নিহত জেলেকে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে অবশ্যই মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত এবং পরিচয়পত্রধারী হতে হবে;

৬.২ কোন জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, জল দস্যুদের হামলায় বা বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদির কামড়ে বা মাছ ধরা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে নিহত জেলে পরিবার এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে এ সহায়তা পাবে;

৬.৩ মৎস্য আহরণকালে নিহত জেলের মৃত্যুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ থাকতে হবে।

৬.৪ স্থায়ীভাবে অক্ষমতা স্বপক্ষে আবেদনে সংযুক্ত ছকে মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র এবং মৎস্য আহরণকালে স্থায়ীভাবে অক্ষমতা স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলে প্রত্যয়নপত্র;

৬.৫ পরিবারকে নিহত জেলের মৃত্যুর বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়া জেলেকে অনুর্ধ ০২ মাসের মধ্যে স্থানীয় উপজেলা মৎস্য অফিসে আবেদন করতে হবে।

৭.০ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের নিয়মাবলী ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

৭.১ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে নির্ধারিত ছকে পরিবারকে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে আবেদন করতে হবে।

৭.২ আবেদনের সাথে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নিহত জেলের মৃত্যু সনদে এবং স্থায়ীভাবে অক্ষমতার স্বপক্ষে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রদান করতে হবে।

৭.৩ জলদস্যুদের দ্বারা নিহত হলে পরিবারকে স্থানীয় থানায় জিডি করে তার কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৭.৪ জেলে পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে এবং পরিচয়পত্রের নম্বর আবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।

৭.৫ আবেদনপত্রের বিষয়ে উপজেলা প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন ও সুপারিশ সহকারে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৭.৬ জেলা পর্যায়ে প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি উক্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ সহকারে অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।

৭.৭ কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থ বছরে কমপক্ষে ০২ বার সভা করবে এবং প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনা করে অনুমোদনপূর্বক সভা অনুষ্ঠানের অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অনুদানের অর্থ বা অন্য সহায়তা সরাসরি পরিবারকে প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৮. অনুদানের পরিমাণ ও অর্থের সংস্থানঃ

৮.১: মৎস্য অধিদপ্তর উহার বার্ষিক রাজস্ব বাজেটে ৩-৪৪৩১-০০০০-- অনুদান খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখবে।

৮.২: কোন জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, জল দস্যুদের হামলায় বা বাঘ, কুমির, সাপ ইত্যাদির কামড়ে বা মাছ ধরা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে নিহত জেলে পরিবারের আর্থিক অনুদান বা অন্যান্য সহায়তার পরিমাণ নূন্যতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হবে।

৮.৩ কোন জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, কুমিরের কামড় বা দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের আর্থিক অনুদান বা অন্যান্য সহায়তার পরিমাণ নূন্যতম ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হবে।

৯.০ কমিটিসমূহ:

৯.১ উপজেলা প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিঃ

১)	উপজেলা চেয়াম্যান	উপদেষ্টা
২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩)	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৪)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৫)	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৬)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৭)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য
৮)	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৯)	মৎস্যজীবী প্রতিনিধি দুই জন (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
১০)	উপজেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১) প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করা;
২) কমিটি যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) কমিটির সুপারিশ ও কার্যবিবরণী জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা;
৪) কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৯.২ জেলা প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিঃ

১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৫)	উপ পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
৬)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৭)	জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৮)	মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি দুই জন (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১) উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশসহকারে কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেরণ করা;
২) কমিটি প্রয়োজনে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৯.৩ কেন্দ্রিয় প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিঃ

১)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ) ,মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৪)	প্রতিনিধি, পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	সদস্য
৫)	উপ-পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৬)	মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি দুই জন {উপ-পরিচালক (একোয়াকালচার) কর্তৃক মনোনীত}	সদস্য
৭)	উপ-পরিচালক (একোয়াকালচার), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১) জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনপত্র পর্যালোচনা করা এবং অনুদান বা অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির জন্য জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে নির্বাচন করা;

২) অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে অনুদানের পরিমাণ এবং অনুদান প্রদানের জন্য নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের সংখ্যা নির্ধারণ করা;

৩) কমিটি প্রয়োজনে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

জেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড এর সনদ
(স্থায়ীভাবে অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম--

পিতা/স্বামী---গ্রাম-----------------------------ডাকঘর----------------

-থানা/উপজেলা---------------------------জেলা-------------------------জাতীয় পরিচয়পত্র নং---------------------------

জেলের আইডি নং-- --কে মেডি

+ক্যাল বোর্ড কর্তৃক অদ্য-----------------তারিখে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায়/কাগজপত্রদৃষ্টে -------------------

----

---কারণে তাঁর শরীরের----------------------------------অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়েছেন।

আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার জেলা সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য-সচিব স্বাক্ষর ও তারিখ	মেডিক্যাল অফিসার জেলা সদর হাসপাতাল মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য স্বাক্ষর ও তারিখ	সিভিল সার্জন ---------------------জেলা মেডিক্যাল বোর্ডের সভাপতি স্বাক্ষর ও তারিখ

নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে আর্থিক বা অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র

ছবি

(১) আবেদনকারী নাম:

(২) পিতার নাম:

(৩) মাতার নাম:

(৪) জন্ম তারিখ:

(৫) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

(৬) নিহত জেলে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের আইডি নম্বর:

(৭) আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর:

(৮) ঠিকানাঃ

(ক) গ্রাম- (খ) ইউনিয়ন-

(গ) ডাকঘর- (ঘ) উপজেলা-

(ঙ) জেলা-

(৯) নিহত জেলের মৃত্যুর তারিখ ও মৃত্যুর কারণ (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে):

(১০) স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের অক্ষমতার তারিখ (স্বপক্ষে মেডিক্যাল বোর্ডের সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে নীতিমালা অনুযায়ী ----------টাকা বা অন্যান্য সহায়তা ----------প্রদানের জন্য আবেদন করছি।

সংযুক্তিঃ----------ফর্দ।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই

(টিপসই এর ক্ষেত্রে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে দিতে হবে)